ভোরের কাগজ

13

তারিখ 23 AUG 1998
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার

বুনিয়াদি পর্যায়ে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ

কাগজ প্রতিবেদক : বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বজাত্যবোধ, গণতন্ত্র চর্চা, অসাম্প্রদায়িকতা, নিরপেক্ষরতার অবসান, মানবিকতার বিকাশ, নৈতিকতার সৃষ্টি ইত্যাদি আমাদের শিক্ষার আদর্শ হিসেবে গৃহীত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। তিনি প্রাথমিক বা বুনিয়াদি পর্যায়ে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, মেধা অনুযায়ী সবাইকে বিকাশের সমান সুযোগ দেওয়া না হলে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে গতকাল শনিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'যুগোপযোগী শিক্ষা' শীর্ষক এক সেমিনারে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধে তিনি একথা বলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ড. আমিনুল ইসলাম, ড. মনোওয়ার উদ্দীন আহমদ ও ড. সুলতানা শফি। সম্মেলনের শুরুতে স্বাগত বক্তৃতা করেন উপউপাচার্য অধ্যাপক শহীদ উদ্দিন আহমেদ।

ড. আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন তার প্রবন্ধে আরো বলেন, আজকের দিনে প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে কলকারখানার উৎপাদন ও খেতে-খামারে ফসল ফলানো পর্যন্ত সবকিছুই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে উঁচুমানের বিজ্ঞানপ্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তির ওপর।

ড. আমিনুল ইসলাম বলেন, উচ্চশিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর নৈতিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। শিক্ষিত জনের মূল্যবোধের অবনতি সমাজে অশান্তি ডেকে আনে।

ড. মনোওয়ার উদ্দীন আহমদ বলেন, শিক্ষার আদর্শ ও জীবনের আদর্শ এক হতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে হবে সমাজ

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবার্তার সম্পাদক এ এন রাশেদা - ভোরের কাগজ

চেতনার বিকাশ।

ড. সুলতানা শফি বিজ্ঞান শিক্ষাকে যুগোপযোগী শিক্ষার প্রধান উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, মানুষকে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সভাপতির বক্তৃতায় উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, প্রাচ্যের মনোজাগতিকতাবাদী ও প্রাচ্যের বাস্তববাদী শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রণয়ন সম্ভব। কেন না, মানসিক উৎকর্ষতা ও প্রায়োগিক জ্ঞান সমান্তরালে বিকশিত না হলে সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

আলোচনা শেষে উপাচার্য শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। সবশেষে একটি র‍্যালি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

গতকাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।